ঢাকা
১২ই জুলাই'৮৮

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আমার আন্তরিক নমস্কার জানবেন। আশা করি শারীরিক সুস্থতায় আছেন। হয়তো ছেলেদের মুখে জেনে থাকতে পারেন যে অসীম ফুলার্স লিমিটেড কলেজের চাকরী থেকে আজ দায়িত্বমুক্ত হয়ে চারুকলা ইন্সটিটিউটে যোগদান করেছি। আমি প্রায় ৩ মাস হল এখানে। আসবার আগে আপনাকে বলে আসতে পারি নি। কারণ, কলেজের সব কাজ সমাধান করে দিয়ে পাওনা বুঝিয়ে দিতে হয়েছে। কাজের ফলে আমার দিকে কর্মচারীরা বেশীর ভাগই ছিল না। তাদের খবর দিয়ে আনাতে হয়েছে, কমিটিকে ডেকে স্বীকার পাশ করিয়ে তবেই ছাড়া পেয়েছি। সেইই আমাকে ছাড়তে রাজী ছিলেন না এবং এখানে আসার আগে আমার যোগদানের ব্যাপারেও আমাকে বাধা দিয়েছিল।

সব সময়ই আপনার কথা মনে হয় এবং আমার প্রত্যাশা যে আমৃত্যুই আমার কাছে গান শেখার স্মৃতি, একটি মূল্যবান কথা, চিরদিন আমার পাথেয় হয়ে থাকবে। সেদিন কলেজের নবীন ছাত্রদের সামনে আপনারই গান গাইলাম দুটি। "এটি কল্পনা, কল্পনা" এবং "বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল"..... । খুবই প্রশংসা পড়লো। সবাইকে বিশেষ করে আমার বিষয়কে আপনার কথা বললাম। বললাম যাঁর কাছে শেখে গান বিশেষজ্ঞ তৈরি হয়েছেন, কখনও খুব বড় শিল্পী এবং শিক্ষক, যাকে কৈলাসদা বাবু

আপনার শেখানো গান শুনেই বেশ কিছু শ্রোতা পেয়েছি

স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন। তবে, বেদিন দিনে এখনও পরিতৃপ্ত নই। কারণ সব সময়ই আপনার কাছে আরো শিখতে চাইতাম, যতটুকু পারি। ~~আমার~~ বিদ্যালয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে আমি সবচেয়ে বেশিবার এবং মনে হয় রবীন্দ্রনাথই বোধহয় আমার সবচেয়ে কাছের মানুষ, এখনও পরিপূর্ণ আদর্শ বাঙালী দিয়ে তাঁর আচরণ ~~এবং~~ বাঙালী হৃদয়ের প্রতিনিধি হয়ে আছেন। আমিও ~~আপনাকে~~ কালের এখনও Versatile মানুষ। তিনিই "পাথেয়ের সখা"।

এখানে আমি কলা-ইতিহাসের সহযোগী অধ্যাপক। আমার কাজ প্রচণ্ড। সেলেন বড়াক্সম করতে হচ্ছে। দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে প্রশাসনের কাজ করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। আবার শিক্ষাদানের মূলে এসেছি। এটাই ভাল লাগছে। এখন মনে আবার আগ্রহ ফিরে পাচ্ছি।

এখানে ও ইংরেজীভাষীদের রবীন্দ্রচর্চা খুব ভালভাবে হয়। ছাত্র-ছাত্রীরা অনেকেই বেশ ভালো ও শুদ্ধ রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়, আবৃত্তি করে। দিজু ভালো হারমনিয়ামও বাজান।

খুলনায় আমার পরিবার এখনও আছে। কারণ, আমার স্ত্রীর বদলী এখনও করাতে পারি নি। তার খুব সখ ছিল আপনার কাছে গীতির শেখার। খুলনায় থাকলে ছেলেটিকেও আপনার কাছে শিখতে দিতাম। ও খুব রবীন্দ্রসঙ্গীত ভক্ত।

বেশিদিনে এর কথা দিয়েছিলাম। আর ছোট নেই দিন। সময়ও পাই নি। ছেলেটিকেলকে ঘরখানা করবো।

খুলনায় যাব এমনের শেষ সপ্তাহে। আপনার সাথে দেখা করবো। আশীর্বাদ করবেন। আমাদের গোটার সবাইকে রবীন্দ্রা জানাবেন।

ইতি।

রবিন্দুস সালেহ

- ঢাকা